International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 186-188
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 15-03-2026
Accepted: 06-04-2026
Publish : 07-04-2026

Anjana Hembrom
Former Student,
Dept. of Bengali,
Burdwan University,
West Bengal, India

Correspondence:
Anjana Hembrom
Former Student,
Dept. of Bengali,
Burdwan University,
West Bengal, India

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে হাস্যরস

Anjana Hembrom

Abstract: বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করলেও ছোটগল্পই প্রভাতকুমারের প্রতিভার সার্থক বিকাশ। বিশ্বখ্যাত মোপাসাঁ সঙ্গে প্রভাত কুমারের তুলনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই তুলনা নিত্যান্তই বহিরঙ্গমূলক। মোপাসাঁ ছিলেন দুঃখবাদী, কিন্তু প্রভাতকুমার আনন্দবাদী। তাঁর গল্পে হাস্যরস ও কৌতুক অত্যন্ত সজীব এবং সামাজিক জীবনের বাস্তব চিত্রায়ন। এমন কতকগুলি গল্পের মধ্যে 'বলবান জামাতা'। শারীরিক দুর্বলতার কারণে শ্বশুরবাড়িতে শ্যালিকার উপহাস ও অপমানের শিকার হয়ে জামাইয়ের শরীরচর্চা ও তার পরবর্তী কাণ্ডকারখানা নিয়ে মজার গল্প। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে ক্ষেত্রমোহন ও তার রণরঙ্গিনী স্ত্রী রসময়ীর আঠারো বছরের দাম্পত্য কলহ ও অদ্ভুত ভালবাসার গল্প ।যেখানে অদ্ভুত সব ভুতুড়ে কান্ড গল্পটিতে হাস্যরসের সঞ্চার করে। 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পটি বিয়ের বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি অত্যন্ত হাস্য রসাত্মক গল্প। অন্যদিকে আরেকটি জনপ্রিয় ও হাস্য মধুর গল্প 'প্রণয় পরিনাম' বাল্য প্রেমের উপর ভিত্তি করে রচিত এটি মূলত কিশোর-কিশোরীর মিষ্টি প্রেমের কাহিনী যেখানে প্রেমের নামে ত্যাগের মানসিকতা ও বিরহ – তপ্ত হৃদয়ের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অজানাকে জানার ও যা নিষেধ মধুর গল্প পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিভাবে মানুষের মন কে প্রভাবিত করে গল্পটিতে তার চিত্রিত হয়েছে। এমন একটি গল্প মূলত এক 'নিষিদ্ধ ফল'রোমান্টিক ও হালকা চালের হাস্য রসাত্মক প্রেমের গল্প যেখানে নিষিদ্ধ প্রেমের আকর্ষণ ও পরিণতির বিষয়বস্তু উঠে এসেছে।

Keywords : হাস্যরসাত্মক, অসঙ্গতি, উদ্ভট, স্মিতহাস্য, কৌতুক, বিদ্রুপ।

ভূমিকা - মানুষ যে সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় তার মধ্যে হাসি অন্যতম। অলংকারিকেরা যে নয়টি ভাবের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হাস্যরস অন্যতম। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর দার্শনিক ও পন্ডিতেরা হাস্যরসের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করে আসছেন। প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে পাশ্চাত্য দেশীয় এমন খুব কম দার্শনিক ও পন্ডিতের নাম করা যায় যিনি কৌতুক হাস্য বা হাস্যরসের স্বরূপ এবং প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেননি। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারণাটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য সর্বত্রই হাস্যরসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যে ও উৎকৃষ্ট হাস্যরস যখনই পরিবেশিত হয়েছে, তখনই আমরা লেখকের সহানুভূতিশীল দরদী মনের পরিচয় পেয়েছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সধবার একাদশী' র নিমে দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, হাস্যরস মূলত আনন্দ নামক একটি ইতিবাচক আবেগ, যা সাধারণত সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি জ্ঞানীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এলেন একদল নতুন সাহিত্যিক। হাস্যরসের ধারায় তারা বিরাট পরিবর্তন আনলেন, তারা জীবনের প্রতি ভালোবাসা, প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি নির্দেশ করেই হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

তৎকালীন বাংলা ছোটগল্পে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রভাতকুমারের নাম বাংলা সাহিত্যে অনন্য , বাংলা হাস্যরসের ধারায় তিনি একজন প্রধান শিল্পী। তিনি জীবনের উপরিতলের ছোট ছোট সুখ দুঃখকেই তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের কাহিনীর কৌতূহল রস উপস্থিত করে, যা পাঠককে আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়। তাঁর কাহিনীর ঘটনা ও চরিত্রগুলিতে বিন্দুমাত্র অবাস্তবতা নেই, কিন্তু তৎকালীন বাঙালি সমাজে যেটুকু রমণীয় ও চিত্তাকর্ষী, তাকেই তিনি বিশেষভাবে দেখিয়েছেন, তার হাস্যকৌতুক গল্পগুলি হল 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'বলবান জামাতা', 'প্রণয় পরিণাম', 'রসময় রসিকতা', 'নিষিদ্ধ ফল' ইত্যাদি তার প্রমাণ।

কবি পরিচয় :

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ শে মাঘ) জন্ম গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রাম এ মাতুলালয়ে তার পৈতৃক নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুড়াপ গ্রামে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রভাতকুমার জামালপুর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ ও ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়তে বিলেতে যান এবং ব্যারিস্টারি পাস করেন, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফেরেন, তখন থেকেই ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দার্জিলিং, রংপুর, গয়া, প্রভৃতি স্থানে আইন ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন। নাটোরের রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন। পরে এই মহারাজেরই প্রচেষ্টায় পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন তিনি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন; তার কয়েকটি কবিতা 'ভারতী', 'দাসী' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

মূল আলোচনা:

প্রভাতকুমারের রচনা ভঙ্গি অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত Subjective নয়, Objective শ্রেণীর। তিনি স্বয়ং কোন রসিকতা করেননি বা স্পষ্টত: কৌতুক করবার কোনো প্রকাশ করেননি। ঘটনার গতিতে প্রবল কৌতুক আপনি জমে উঠেছে ধরা যাক "বলবান জামাতা" অল্প বয়সে নলিনী যখন বিয়ে করতে একদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি এসেছিল একদিনের তখন তার চেহারাটি ছিল নামের মতোই কোমল, এমনকি মেয়েলি বলা যায়, এ নিয়ে শ্যালিকা - পক্ষ থেকে তাকে নানাভাবে ব্যঙ্গ- বিদ্রুপ করে। মর্মাহত হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেই সে শরীর চর্চায় মনোনিবেশ করলো, নলিনী এরপর নিজের শ্বশুরবাড়ি ভেবে অপরের বাড়িতে চড়াও হয়। নবজাতকের বিষয় নিয়ে হাস্য পরিহাস, নলিনীর মানসিক সিদ্ধান্ত, মেজদির আগমন এবং ভূত দেখার মত সভয়ে প্রস্থান, অন্দরমহলের ভীতিবিহ্বলতা এবং নলিনীর রহস্য - ভেদ ও নিশ্চিন্ত মনে খাদ্য গ্রহণে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে। এদিকে চাকর রামশরণ গেছে উকিল কেদারবাবুর বাড়িতে, মহেন্দ্র ঘোষ কে খবর দিতে রামশরণ জানিয়েছে - **"ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে হামি বাবুর দামাদ আছি"**[1] মহেন্দ্র ঘোষ এ কথা শুনে দ্রুত গাড়ি করে বাড়ি ফেরেন। নলিনী বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় দেন এবং ভ্রান্তির কারণ ব্যাখ্যা করেন। তার পরবর্তীকালে যখন সে নিজের শ্বশুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছালো, তখন কোমল-দেহ নলিনী বলবান জামাতা রূপে আবির্ভূত হওয়ার ফলে কেউ তাকে চিনতে পারল না 'ডাকু' সন্দেহে সে সেখান থেকে অপমান সহকারে বিতাড়িত হল। তার আগমন বার্তা নিয়ে তার চার আনা দামের টেলিগ্রাম খানা যথাসময়ে এসে না পৌঁছানোতেই এই বিভ্রাট। নিজের ভুল বুঝতে পেরে জামাইকে স্টেশন থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, নলিনী ফিরে ও এসেছে শ্বশুরবাড়িতে সবাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত তাই সে কোন রকম প্রতিশোধ মূলক আচরণ করেননি। কুঞ্জবালা কে তার পরিবর্তিত রূপ ও দেহ সৌষ্ঠব দেখানোই এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য। কুঞ্জবালা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, এটাই এই গল্পের প্রধান কৌতুকরস।

প্রভাতকুমার সমাজ সমালোচক হিসেবেই তিনি সমাজে অন্ধতা জনিত ত্রুটিগুলি দেখাতে চেয়েছেন। গল্পের স্বাভাবিক গতিতে হাসির ফোয়ারা ছোটার পাশাপাশি বিদ্রূপের বাণ ছুটিয়েছেন। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজের যে অন্ধতা, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে। এই গল্পটি দাম্পত্যলীলার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু নায়িকা রসময়ী স্বামীগতপ্রাণা হলেও রুদ্র রসের অধিকারিনী স্বামী ক্ষেত্রমোহনের আঠারো বছরের বিবাহিত জীবনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধির কারক রসময়ী। ক্ষেত্রমোহন মুখে যাই বলুক না কেন মনে মনে স্ত্রীকে যথেষ্ট সমীহ করে চলে। আবার মাঝে মাঝে সন্তান লাভের বাসনায় মনে মনে দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা ভাবেন। এই প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের কাহিনী শুরু করে গল্পকার সমাজকে বিদ্রুপ করতে করতে এর পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় ক্ষেত্রমোহন রসময়ীর মৃত্যুর পর যখন বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে গেলেন - **"মেয়েটি ডাগর দেখিতেও ভালো মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব ওদিককার মামলা মোকদ্দমা গুলি এই সূত্রে ক্ষেত্র মোহনবাবুর করায়ত্ত হইবে।"**[2] এই আশাতে ক্ষেত্রমোহন রাজি হয়েছিল। আলোচ্য গল্পে বিপত্নীক ক্ষেত্রমোহন এর পাশাপাশি বিধবা বোন বিনোদিনীকেও দেখিয়েছেন লেখক। দেখা যাচ্ছে তার বোনের মৃত্যুর পর ও গল্পে যে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করানো হয়েছে তাদের তার অবদান অনস্বীকার্য। এই গল্পের মধ্যে শুধু কৌতুক নয়, রহস্য ও ভৌতিক পরিবেশ এসব কিছুর সংমিশ্রণ হয়েছে। গিন্নি যতই দজ্জাল ও কটুভাষিনী হোক, নিজের মৃত্যুর পর অন্য কেউ এসে স্বামীকে দখল করবে এ কল্পনা যে তার পক্ষে অসহনীয়, নারী চরিত্রের এই স্বাভাবিক ইর্ষাপরায়ণতা এ গল্পে এমনই সুন্দর রূপে ফুটিয়েছেন, সব দিক থেকে বিচার করে এটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বলেই স্বীকার করতে হয়।

চরিত্রগত অসঙ্গতি যে হাস্যরসের প্রাণ হয়ে ওঠে তার দৃষ্টান্ত প্রভাত কুমারের বহু গল্পেই "বিবাহের বিজ্ঞাপন" তাই দৃষ্টান্ত। বিবাহের বিজ্ঞাপন গল্পের নায়ক রাম অওতার সিদ্ধিপানে অভ্যস্ত। একদিন নেশার ঝোঁকে কাগজে একটি বিবাহের বিজ্ঞাপন তার চোখে পড়ল। কাগজটি যে পুরাতন সেটা তার খেয়াল ছিল না। মিথ্যে আশ্রয় নিয়ে রাম আওতার পাত্রীর বাড়ি চিঠি পাঠায়। বাল্যকালে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে সে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়েছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কয়েকবার ফেল করে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও চিঠিতে বি. এ পরীক্ষায় ফেল এবং পাত্রীর বাড়ির শর্তে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বিলেতে যেতে সম্মত হয়েছে। রাম অওতার যেমন মিথ্যে আশ্রয়কারী তেমনি কর্তব্যজ্ঞানশূন্য। এছাড়াও যথোচিত ধৈর্যের অভাব আছে। মহাদেও মিশ্রের পাঠানো পাত্রীর নকল ছবি দেখে এসে অস্থির হয়ে উঠেছে। শনিবারের জায়গায় শুক্রবার যেতে লিখলে সে বেশি খুশি হত - **"লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়িতে যাইতে, সে আর দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন?"**[3] রাম অওতার ফন্দিবাজ ও বটে। পাত্রী যাতে প্রথম দর্শনেই তাকে পছন্দ হয় তাই সযত্নে পরিধান করেছে, জরির কাজ করা সুন্দর মখমলের টুপি, রেশমি চাপকান, হীরের আংটি প্রভৃতি। সেখানে যাওয়ার পর গুন্ডারা তাকে নাস্তানাবুদ করে একেবারে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয়। দিন কয়েক পরে সকলে শুনলো যে রাম অওতার সংসারী বিবাগী হয়ে কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। এখানে তৎকালীন সমাজের কুসংস্কার, লোভ এবং সাধারণ মানুষের জীবনের ছোটখাটো অসঙ্গতিগুলো গল্পকার সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"প্রণয় পরিনাম" বাল্য প্রণয়ের হাস্য মধুর কাহিনী। নায়ক মাণিকলাল হিন্দু বয়েজ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। নায়িকা কুসুমলতা সবেমাত্র একাদশে পদার্পণ করেছে প্রতিবেশী দুই পরিবারের এই দুটি বালক বালিকা

আবাল্য একসঙ্গে কত খেলাধুলা করেছে। কোনদিন চিত্ত চাঞ্চল্যের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু চতুর্দ্দশ বছরে পা দিয়ে মানিক লাল একদিন কুসুমদের বাগানে পেয়ারা বাগাছে উঠে পেয়ারা খেতে খেতে হঠাৎ সদ্যস্নাতা একাদশী কুসুমলতা কে সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখে প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু কবি সত্যিই বলেছেন যথার্থ প্রণয়ের পথ কখনো মসৃণ হয় না! নন্দ চৌধুরী যথাকালে পুত্রের সংবাদ পেলেন এবং যথোচিত ব্যবস্থার জন্য তাকে কাছে ডেকে পাঠালেন। পিতার রোষককষায়িত নেত্র, কর্ণমর্দন এবং গন্ডদেশে কয়েকটি প্রচন্ড চপেটাঘাত বর্ষণে অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। শুধু তাই নয় প্রেমিকার বিবাহে প্রচুর লুচি ও খেয়েছে সে। বলা বাহুল্য গল্পটি রসতীর্ণ হয়েছে শুদ্ধমাত্র পরিবেশনের মুন্সিয়ানায়। কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বালকের যুবকোচিত আচরণের মধ্যে যে হাস্যোদ্দীপকতার সৃষ্টি হয় লেখক স্মিতহাস্যমন্ডিত কৌতুকের সঙ্গেই তা প্রকাশ করেছেন। প্রভাতকুমার প্রাজ্ঞের সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে অবাস্তব-স্বপ্নদেখা কিশোরের আচরণের মধ্যেও মধুর হাস্যরসের সন্ধান করেছেন।

জীবনের স্বাভাবিকতাকে উদ্ভট বিধি-নিষেধের দ্বারা অবরুদ্ধ করে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টায় যে বক্রগতির সৃষ্টি হয় তারই আলেখ্য "নিষিদ্ধ ফল" গল্পটি, ভবানীপুরের রায় বাহাদুর প্রফুল্ল কুমার মিত্র প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েও আদর্শবাদী সজ্জন। বিবাহে তিনি পণপ্রথার বিরোধী। রায় বাহাদুরের একমাত্র পুত্র হেমন্তকুমার বি.এ পড়ছে, বাগবাজারের দরিদ্র দুর্গাচরণ বাবুর দ্বাদশী কন্যাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে তার আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু একটি শর্ত, রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন- **"বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স নাহলে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব হবেনা। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোলো আর ছেলের বয়স চব্বিশ- নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এর পূর্বে তাদের একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারি শাস্ত্র খুলে দেখ, আমার মত যথার্থ কিনা বুঝতে পারবে।"**[4] কিন্তু আষাঢ় মাস এলে সে মেঘদূত মুখস্ত করে পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখে বর্ষা যাপন করতে লাগলো। ফলস্বরূপ পরীক্ষার ফল বেরোলে গেজেটের কোথাও তার নাম পাওয়া যায়নি। এ গল্পে প্রভাতকুমারের শিল্পসংযম বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চতুর্থ পর্বের উপসংহারের লেখকের নিষ্ঠুর নীরবতা পাঠকের পক্ষে মর্ম বিদারী! এ গল্পে যেখানে পদে পদে এগিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দুর্বার সেখানে প্রভাত কুমার অবিমিশ্র শিল্প রসিকের আদর্শ অনুসরণ করেও সংযমের সীমানা লঙ্ঘন করেননি।

উপসংহার: জীবনকে আপন স্বরূপে দেখার সহজ-দৃষ্টি সাধনায় প্রভাতকুমার পারঙ্গম। অজস্রতায় ও বৈচিত্র্যে, দৃষ্টি ও সৃষ্টির অনায়াস ভঙ্গিতে, সর্বোপরি প্রসাদগুণান্বিত রচনাশিল্পে প্রভাত কুমার অদ্বিতীয়। তার গল্পের হাস্যরস হল সারল্য, অনাবিল কৌতুক এবং তির্যকসমাজ সমালোচনার এক অপূর্ব মিশ্রণ, তাঁর হাস্যরসে কোনো জোর বা তিক্ততা নেই, বরং দৈনন্দিন জীবনের অসংগতি, ভুল বোঝাবুঝি এবং চরিত্রের বোকামি কে তিনি হালকা ছলে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা পাঠককে হাসির সাথে সাথে ভাবতে বাধ্য করে।

গ্রন্থপঞ্জী :

1. দত্ত, অজিত। 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস', প্রকাশক - শ্রীশকুমার কুন্ড, ১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯, ১৩৬৭।
2. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। 'শ্রেষ্ঠগল্প', সম্পাদনা - অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ , বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট , কলকাতা - ১৩৬০।
3. চট্টোপাধ্যায়, ড: শিবেশকুমার। প্রভাতকুমার, 'জীবন ও সাহিত্য'। মুদ্রক - নিরঞ্জন বোস, নর্দার্ন প্রিন্টার্স ৩৪/২, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা - ৬, ১৩৬৭।
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ। সাহিত্য - সাধক - চরিতমালা (পঞ্চম খন্ড)। মুদ্রাকর - শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীপালী প্রেস, ১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১১ , ১৯৪৬।
5. ঘোষ, অজিত কুমার। 'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৭/১ , বিন্দু পালিত লেন, কলকাতা - ৬, ১৩৬৭।
6. মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকুমার। 'গল্পাঞ্জলি', প্রকাশক - শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত, কর্ন ওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা, ১৩২০।
7. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। প্রভাত গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রকাশক - প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীভবন ৪/১, আশু বিশ্বাস রোড, কলকাতা - ২৫, ১৩৭০।

পাদটীকা:-

1.'প্রভাত গ্রন্থাবলী' পৃষ্ঠা-১৮০
2.'গল্পসমগ্র' পৃষ্ঠা-২৫
3.'গল্পসমগ্র' পৃষ্ঠা ১০৯-১১০
4.'গল্পসমগ্র' পৃষ্ঠা-৯৮২